

**Speech of Chief Justice of Bangladesh Dr. Justice Syed Refaat Ahmed on a Regional Conference Titled "Judicial Independence and Efficiency"**

**12/04/2025**

**Venue: Hotel City Inn, Khulna**

Honorable Chair, Mr Justice Mohammad Ali, Judge of the High Court Division of the Supreme Court of Bangladesh and Member of the Supreme Court Special Committee for Judicial Reform,

Ambassador and Head of Delegation of the European Union to Bangladesh HE, Mr Michael Miller and Mrs Philippa Wood.

Ambassador of Sweden HE Nicolus Weeks  
Resident Representative of UNDP Bangladesh, Mr. Stefan Liller, & Assistant Resident Representative of UNDP Mr Anowarul Haque

Senior Rule of Law, Justice and Security Adviser of UNDP Ms. Romana Schweiger

Registrar High Court Division of Bangladesh Supreme Court

Senior District and Sessions Judges of Khulna, Sathkhira and Bagerhat

Metropolitan Sessions Judge, Khulna

Registrar, Appellate Division, Supreme Court of Bangladesh

Distinguished Members of District Judiciary Khulna, Sathkhira and Bagerhat

Respected President and Secretary of the District Bar Association of Khulna

Government Pleader and Public Prosecutor of Khulna

Ladies and Gentlemen,

**Good Morning.**

সম্মানিত সুধী

২০২৪ সালের আগস্ট মাসে দেশের এক ক্রান্তিলগ্নে আমাকে বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়েছিলো। বিগত বছরগুলোতে দেশের বিচার বিভাগের

প্রতি জনগণের আশ্বাস যে চরম সংকট তৈরি হয়েছিলো, সেখান হতে ঘুরে দাঁড়িয়ে বিচার বিভাগকে পুনরায় জনমুখী করার কঠিন এক চ্যালেঞ্জ আমার জন্য অপেক্ষা করছিলো।

এমন একটি প্রেক্ষাপটে, আমি ২০২৪ সালের ২১ সেপ্টেম্বর জাতির সামনে বিচার বিভাগ সংস্কারের যে রোডম্যাপ ঘোষণা করেছিলাম তাতে বিচার বিভাগের পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণে পৃথক বিচার বিভাগীয় সচিবালয় প্রতিষ্ঠা, উচ্চ আদালতের বিচারক নিয়োগে সুনির্দিষ্ট আইন প্রণয়ন, দেশে বিরাজমান বিচারহীনতার সংস্কৃতির বিলোপসাধন, বিচার বিভাগে মেধার চর্চা ও লালন, বিচার বিভাগে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণসহ বিভিন্ন বিষয়ে কিছু সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ সম্পর্কে আমার নিজস্ব পরিকল্পনার রূপরেখা তুলে ধরেছিলাম। বিচার বিভাগ সংস্কারের সেই রোডম্যাপের বিভিন্ন অনুষ্ণের বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট ও অন্তর্বর্তীকালীন সরকার নিবিড়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

আপনারা অবগত আছেন যে ইতোমধ্যে দেশের উচ্চ আদালতের বিচারক নিয়োগে ‘সুপ্রীম কোর্টের বিচারক নিয়োগ অধ্যাদেশ ২০২৫’ প্রণয়ন করা হয়েছে এবং ইতোমধ্যে উক্ত অধ্যাদেশের অধীনে গঠিত ‘সুপ্রীম জুডিসিয়াল অ্যাপয়েন্টমেন্ট কাউন্সিল’ এর সুপারিশক্রমে আপীল বিভাগের দুইজন বিচারককে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশের বিচার বিভাগের জন্য নিঃসন্দেহে এটি একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। এই অধ্যাদেশটি প্রণয়নে সুপ্রীম কোর্টের প্রস্তাব গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছিলো। একইভাবে, বিচার বিভাগের জন্য পৃথক সচিবালয় প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় আইনি কাঠামো প্রস্তুতকরণের বিষয়টি এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। ইতোমধ্যে সুপ্রীম কোর্ট এ বিষয়ে তার মতামত প্রেরণ করেছে। আমি আশাবাদী অচিরেই এ সংক্রান্ত অধ্যাদেশটি

প্রণয়ন করা হবে। আমি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে আমার ঘোষিত বিচার বিভাগ সংস্কারের রোডম্যাপ বাস্তবায়নে তাদের ইতিবাচক ভূমিকার জন্য বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে চাই।

আপনারা অবগত আছেন যে, দেশের সর্বোচ্চ আদালতের রায়ের প্রেক্ষিতে বিগত ২০ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল পুনর্বহাল হয়েছে। এর মাধ্যমে দেশের সর্বোচ্চ আদালতের বিচারকদের অপসারণের বিষয়টি জাতীয় সংসদের পরিবর্তে একটি বিচার বিভাগীয় সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের কাছে পুনরায় ন্যস্ত হয়েছে, যা বিচার বিভাগের স্বাধীনতার প্রশ্নে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পুনর্গঠনের পর হতে সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল সক্রিয়ভাবে তার কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ইতোমধ্যে সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল সংবিধানের ৯৬ অনুচ্ছেদ প্রয়োগ করে কয়েকজন বিচারপতির বিষয়ে তথ্যাবলী মহামান্য রাষ্ট্রপতির কাছে প্রেরণ করেছে এবং তারই ধারাবাহিকতায় মহামান্য রাষ্ট্রপতি তাদের বিষয়ে তদন্তের জন্য সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিলকে নির্দেশনা প্রেরণ করেছেন। সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল এর চেয়ারম্যান হিসেবে আমি দ্বিধাহীনভাবে বলতে চাই যে বিচার বিভাগের ভাবমূর্তির বিষয়ে কাউন্সিল এর অবস্থান অত্যন্ত স্পষ্ট। দেশের সর্বোচ্চ আদালতের বিচারক হিসেবে শপথ গ্রহণ করার পর হতে একজন বিচারকের পেশাগত ও ব্যক্তিগত জীবন নির্দিষ্ট কিছু Code of Conduct দ্বারা পরিচালিত হবে এটিই প্রত্যাশিত। সেই প্রত্যাশিত আচরণ থেকে যে কোনো বিচ্যুতি, তা যত সামান্যই হোক না কেন, সমগ্র বিচার বিভাগের ভাবমূর্তিকে বিনষ্ট করে দেয়। তাই Judicial Ethics ও Code of Conduct এর প্রতি পূর্ণ সম্মান প্রদর্শনপূর্বক পেশাগত জীবন পরিচালনার বিষয়ে আমি

দেশের সকল বিচারকগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি। আমার এ আহ্বান উচ্চ আদালতের বিচারকগণ ও জেলা আদালতের বিচারকগণ উভয়ের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। আপনারা জানেন, ইতোমধ্যে সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিলের পূর্ণাঙ্গ তদন্ত প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক উচ্চ আদালতের একজন বিচারককে অপসারণ করা হয়েছে। এছাড়া, ইতোপূর্বে উচ্চ আদালতের অপর একজন বিচারক সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিলের তদন্ত চলাকালীন সময়ে পদত্যাগ করেছেন। বর্তমানেও উচ্চ আদালতের বেশ কয়েকজন বিচারপতির বিষয়ে সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল পূর্ণাঙ্গ তদন্ত পরিচালনা করছে। বিচার বিভাগের প্রতি হারিয়ে যাওয়া আস্থা পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে বিচার বিভাগকে তার সঠিক কক্ষপথে ফিরিয়ে আনতে সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল বদ্ধ পরিকর। আমি আশ্বস্ত করতে চাই যে, দেশের সংবিধান ও জনগণের প্রতি সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিলের যে দায়বদ্ধতা রয়েছে তার পাশাপাশি বিচার বিভাগের প্রকৃত স্বাধীনতার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে বর্তমানে সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল নির্মোহভাবে তার কাজ করে যাচ্ছে।

আপনাদের হয়তো স্মরণ আছে যে জেলা আদালতসমূহের বিচারকগণের বদলি ও পদায়নে স্বচ্ছতা ও শৃঙ্খলা আনয়নে একটি যুগোপযোগী নীতিমালা প্রণয়নের কথা আমি আমার রোডম্যাপ ঘোষণায় অন্তর্ভুক্ত করেছিলাম। ইতোমধ্যে সুপ্রীম কোর্ট রেজিস্ট্রি এরূপ একটি নীতিমালা প্রস্তুত করেছে। উক্ত নীতিমালা সকলের মতামত গ্রহণের জন্য সুপ্রীম কোর্টের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত করা হয়েছে। এছাড়া, প্রস্তুতকৃত বদলি ও পদায়ন নীতিমালা সম্পর্কে দেশের বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাগণের মতামত সংগ্রহের জন্য বিগত ০৩ নভেম্বর, ২০২৪ হতে ০৭ নভেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত অধস্তন আদালতের বিচারকগণের

লিখিত মতামত সুপ্রীম কোর্ট রেজিস্ট্রি গ্রহণ করেছে। স্বল্প সময়ের মধ্যে আমরা মোট ৫২ জেলা থেকে গুরুত্বপূর্ণ মতামত পেয়েছি। উক্ত মতামতসমূহ পর্যালোচনা করে বদলি ও পদায়ন নীতিমালাটি পরিমার্জন করা হয়েছে। আমি আশাবাদি, অতি শিঘ্রই আমরা এই নীতিমালাটি বাস্তবায়ন করতে সমর্থ হবো।

এছাড়া, আমি আদালত হতে দুর্নীতি দূরীকরণসহ বিচার সেবার সহজিকরণে ১২ দফা নির্দেশনা প্রণয়ন করেছিলাম। ইতোমধ্যে সুপ্রীম কোর্টে বিচার সেবা সংক্রান্ত যে কোন তথ্য জানা বা অভিযোগ জানানোর জন্য দু'টি হেল্পলাইন নাম্বার চালু করা হয়েছে যেখানে যে কোন সেবাপ্রার্থী সরাসরি সুপ্রীম কোর্ট রেজিস্ট্রির একজন কর্মকর্তার সাথে কথা বলতে পারে।

আমি ভীষণ আনন্দিত এবং একই সাথে অত্যন্ত আশাবাদী এ কারণে যে আমার ঘোষিত রোডম্যাপ এর বাস্তবায়নের এই উদ্যোগসমূহ দেশের অনেক জেলা আদালতসমূহে অত্যন্ত সফলতার সাথে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে দেশের বিভিন্ন জেলা আদালতে হেল্প লাইন চালু করা হয়েছে কিংবা ১২ দফা নির্দেশনার আলোকে আদালতের বিচার সেবা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

আবার এটিও সত্য যে অনেক সময়েই গণমাধ্যমে আদালতের বিভিন্ন অনিয়ম বা দুর্নীতির বিষয়ে বিভিন্ন খবর প্রচারিত হয়। তাছাড়া, আদালতে অনিয়মের শিকার হয়ে অনেকেই তাদের অসহায়ত্ব প্রকাশ করে প্রধান বিচারপতির কাছে প্রতিকার চেয়ে বিভিন্ন আবেদন করে থাকেন। যখন আমরা বিচার বিভাগের ইতিবাচক সংস্কারের জন্য রাত-দিন পরিশ্রম করছি, ঠিক সেই মুহূর্তে এরকম নেতিবাচক বিষয়গুলো আমাকে মানসিকভাবে

অনেকটাই পিছিয়ে দেয়। আমার ভয় হয় অল্পসংখ্যক কিছু মানুষের এ সব কুকর্মের জন্য বিচার বিভাগের সামগ্রিক সংস্কার সম্পর্কে জনমনে আশংকা তৈরি হতে পারে। তাই আমি বিচার বিভাগে দুর্নীতি ও অনিয়ম রোধের জন্য স্থানীয় নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের কাছ হতে এ বিষয়ে ‘জিরো টলারেন্স’ নীতি প্রত্যাশা করছি। দেশের সকল জেলা জজ, চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটসহ সকল স্থানীয় নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের প্রতি আমার উদাত্ত আহ্বান থাকবে আপনারা নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে আমার ঘোষিত ১২ দফা নির্দেশনার আলোকে প্রয়োজনীয় কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করুন এবং বিচার সেবা প্রদানে যে কোন অবহেলা বা অনিয়ম বা দুর্নীতির বিষয়ে অবগত হওয়ার সাথে সাথে সে বিষয়ে কঠোর পদক্ষেপ নিন।

তবে রোডম্যাপ ঘোষণা হতে শুরু করে এই কয়েকটি মাসের এই সীমিত পরিসরে আমরা যতটুকু সফলতা অর্জন করেছি তাকে আমি কিছুতেই খাটো করে দেখছি না; বরং চক্রিশের বিপ্লবোত্তর বাংলাদেশের বাস্তবতা বিবেচনায় বিচার বিভাগ সংস্কার সংক্রান্ত অর্জনসমূহই সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বলে আমি মনে করি। কেননা, এসকল পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে জনগণ ও বিচার বিভাগের মধ্যে আস্থার সম্পর্ক তৈরি হচ্ছে। তবে আমি বিশ্বাস করি যে, বিগত কয়েক মাসের এই অর্জন ধরে রাখা বা আমার ঘোষিত এই রোডম্যাপ বাস্তবায়নকে টেকশই করাই আমাদের মূল চ্যালেঞ্জ। আমি দেশের বিভিন্ন বিভাগে আপনাদের সাথে একত্রিত হচ্ছি কেবলমাত্র এ বার্তাটি পৌঁছে দিতে যে- বিচার বিভাগের হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনার যে দুর্লভ সুযোগ আমরা পেয়েছি তার সফল বাস্তবায়নের মূল কুশীলব আপনারাই। তাই আমি আপনাদের মনে করিয়ে দিতে চাই যে আপনাদের

প্রত্যেককে যার যার অবস্থান হতে বিচার বিভাগের মানোন্নয়নে ভূমিকা রাখতে হবে। বিচার বিভাগ সংস্কারের যে বার্তা আমি রোডম্যাপ ঘোষণার মাধ্যমে প্রজ্জ্বলিত করেছি, সেই ঘোষণা আজ আমি আপনাদের হাতে তুলে দিচ্ছি। এখন থেকে বিচার বিভাগ সংস্কারের এই মহৎ উদ্যোগে আপনারা আমার সহযাত্রী, আমার অংশীদার। আপনারা দায়িত্ব নিলেই কেবল বিচার বিভাগ তার গৌরবময় মর্যাদা পুনরায় ফিরে পাবে জনগণের পরম আস্থা ও বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে।

### **Ladies and Gentlemen,**

Allow me to begin by paying homage to the memory of the martyrs of 1971, whose sacrifices laid the foundation of our independent nation. Let us also remember the resolute spirit of the student-led revolution of July and August 2024, which catalyzed the movement to oust oppression and restore justice, equality, and humanity. These defining moments in our history remind us that the quest for justice is not a fleeting endeavor but a lifelong commitment, a commitment that forms the bedrock of our judicial mission.

### **Dear Judges and Magistrates of Khulna,**

I want to express my sincere thanks and heartfelt appreciation to the Khulna District Judiciary for their tremendous support and hospitality during the recent visit of my friend Mr. Justice Antonio Herman Benjamin, the Honorable Chief Justice of the National High Court of Brazil.

Just a month ago, when Justice Benjamin visited Bangladesh to witness the natural wonders of the Sundarbans, a world treasure we proudly protect, it was the Khulna Judiciary & Magistracy that stood as true ambassadors of our judiciary. Their gracious hosting reflected the spirit of our country: warm, dignified, and deeply committed to global solidarity for justice and environmental protection. Thank you for making our judiciary and Bangladesh proud.

### **Esteemed participants,**

Today, as I look across this august gathering, I see the shared dreams, the relentless dedication, and the collective spirit as are reshaping the judiciary of Bangladesh.

When I assumed office, I carried with me not just the responsibility of the role but the hopes of countless people who look to the courts for fairness, and justice. Within just a

month and a quarter, on that landmark day of 21st September, we stood together, the Honorable Judges of the Apex Court and the members of our District Judiciaries. That day, I declared a roadmap, a document of ambition, reform, and transformation. It was a call to action. And you, each one of you, answered it.

Our journey has been swift, but deliberate. One of the earliest attainments has been the strengthening of judicial autonomy by ensuring that the appointment and removal of judges are governed by entrenched legal and constitutional principles.

I must express my deepest gratitude to the Interim Government. Their partnership in this quest for reform has been critical in moving from vision to action. They did not just open doors they walked through those doors with us.

Among our proudest milestones is the welcoming of our proposal to create a separate Supreme Court Secretariat. The Ministry of Law & Justice has embraced this vision, working tirelessly with us to promulgate an Ordinance that will give our judiciary the autonomy and independence it deserves.

At the same time, we are witnessing remarkable momentum in court creation and post creation. Our backlog reduction strategies are beginning to bear fruit. Our push to establish Commercial Courts has also reached an exciting stage, with substantial preparatory groundwork done and moving forward.

One of the most visionary steps we have taken is the establishment of a Supreme Court Research and Training Institute. With the generous allocation of land in Cox's Bazar, we are laying the foundation for a center of excellence that will serve as the heart of judicial learning and innovation. Two dedicated judges' committees are already working ,one on infrastructure, another on curriculum development in this regard.

### **Dear Participants,**

Throughout this journey, we have not walked alone. We have had incredible partners working with us, believing in our mission, strengthening our efforts. I must express my heartfelt thanks to the United Nations Development Programme (UNDP). Since 7th December 2024, UNDP has stood by us from Chattogram to Moulvibazar, Rajshahi to Mymensingh and Rangpur to Khulna with every step reinforced by their experience and support.

A very special acknowledgment goes to my friend Mr. Stefan Liller, UNDP Resident Representative. I warmly acknowledge too the support extended by HE Ambassador of the European Union in Bangladesh, Mr. Michael Miller, and am deeply thankful to HE Sarah Cook, British High Commissioner. Thanks also to Ms. Romana Schweiger, our



tireless Advisor on Rule of Law, Security and Justice and Mr. Anwarul Haque, the UNDP Assistant Resident Representative. And of course, our gratitude to HE Mr. Nicolas Weeks, Ambassador of Sweden, for believing in our vision and supporting our initiatives.

**Ladies and Gentlemen,**

The Khulna Seminar is unique because it gives us the opportunity to take stock of our collective experience since the launch of this Seminar Series in Dhaka on 7th December 2024. It has been an empowering experience since then. We have been fortunate to operate in a climate of transformation and innovation. Ideas have been floated and shared freely among all stakeholders. Stakeholder participation has been the most enthusiastic. Partnerships have been created. Unprecedented cooperation and goodwill have been forthcoming from the Executive on the very question of separation of the Judiciary from the Executive.

Significantly, this has been a Judiciary-led effort at change and growth. In this, the Judiciary has been very fortunate to have international partners like the UNDP come forth with concrete plans of action. The Reform Roadshows, as these Seminars held outside of the capital have now come to be known, have been ideal vehicles for generating ideas, proposing modes of implementation, and above all institutional capacity-building.

Judges and Judicial Magistrates across the country over the past several months have made constructive use of these Seminars to freely discuss the pressing issues of reform. Each Seminar has witnessed actual changes being introduced on the ground simultaneously. This Seminar Series has, therefore, been a vehicle of empowerment and transformation.

It has been an absolute privilege and honour to showcase to our development partners at each such forum the home-grown talent and resource pool that is already here. That resource pool shall be vital in ensuring the sustainability of all the work done over the past several months.

I am deeply grateful to the many men and women who have contributed to the success of this Seminar Series. They have thought outside of the box, providing a powerful synergy of creativity and critical thinking.

It is with that powerful resource in hand that this Khulna Seminar directs us to move beyond devising a baseline Reform Roadmap to crafting a strategic plan for building an organizational superstructure of a modern and emboldened judiciary.

This is not the end of the road for us. With gains to be attained assuredly in the coming months as per the Reform Roadmap of September 2024, we hope to hold a Second Phase Seminar in Dhaka early this Summer, with a follow-up seminar in Barishal in late-September.

Thank you all, including esteemed members of the print and electronic media, for lending us crucial support variously during this critical phase of the Judiciary's regeneration. The responsibility now is to draw a plan for this institution's sustained growth and strength in the years and decades to come. That exercise shall have to include mechanisms at informing favourable political will and opinion to create the space and atmosphere for our rejuvenated Judiciary to thrive in independence and integrity.

**Ladies and Gentlemen,**

Let me say this: what we are building today is not just for us. It is for the future.

The road ahead will have challenges, no doubt. But we have proven that when we unite, no goal is too ambitious.

Let us keep marching forward with courage in our hearts, conviction in our minds, and

Thank you.